দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18-DEC 201
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

মহম্মদপুরে প্রাথমিক শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন না তিন মাস

■ মহম্মদপুর (মাগুরা) সংবাদদাতা

জাতীয়করণের ঘোষণার এক বছরেও ঠিকমতো বেতন পাচ্ছেন না মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার ৬৩টি সাবেক বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ২৫২ জন শিক্ষক। তারা গত তিন মাস ধরে বেতন-ভাতা এমনকি সরকার ঘোষিত মহার্ঘ ভাতাও পাচ্ছেন না। ৯ জানুয়ারি রাজধানীর জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে শিক্ষকদের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী তাদের চাকুরি জাতীয়করণের ঘোষণা দেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয় থেকে বেতন বরাদ্দ না আসায় শিক্ষকের বেতন দেয়া যাচ্ছে না।

কালীপদ রায় চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছায়া রাণী বলেন, তিন মাস হলো বেতন পাই না। কিন্তু পাওনাদারেরা তা বুঝতে চান না। তারা সব সময় টাকার তাগাদা দিচ্ছেন।

লাহুড়িয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুবুর রহমান জানান, বেতন না পাওয়ায় ধার-দেনা করে চলতে হচ্ছে।

তিন মাস ধরে বেতন না পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোতাহার আহমেদ জানান, শিক্ষকদের বেতন-ভাতার বরাদ্দ মন্ত্রণালয় অনুমোদন করার পর মহাপরিচালকের কার্যালয় থেকে চিঠি দেয়া হয়।

বকশীগঞ্জে পাঁচ শতাধিক শিক্ষক বেতন পাননি

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা জানান, বকশীগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উচ্চমান কাম সহকারীর কম্পিউটার ব্যবহার না জানার কারণে বেতন ভাতার সিট তৈরি করতে না পারায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষকের নভেম্বর মাসের বেতন তুলতে পারেননি। উপজেলা শিক্ষা অফিসার আক্তারুজ্জামান জানান, বিকল্প উপায়ে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে।